স্মারক নং: বিএনএ/পত্র/নং ঃ ৭৩

তারিখ: ৩১ মে, ২০২৩ ইং

স্মারকলিপি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
গ্রহীতার স্বাক্ষর............
তারিখঃ ০১/০৬/২৩......
সময়ঃ..................

বরাবর,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: পেশেন্ট কেয়ার টেকনোলজিস্টদের ডিপ্লোমা নার্স সমমানের প্রজ্ঞাপন বাতিল, নার্সিং পেশায় স্পেশাল ক্যাডার সার্ভিস (সেবা ক্যাডার) চালুকরণ, নার্সদের মূল বেতনের ৩০% ঝুঁকি ভাতা, নার্সিং কলেজের শিক্ষক নিয়োগসহ ইন্টার্ণ নার্সদের ইন্টার্ণশিপ ভাতা ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকায় উন্নিতকরণ এবং নীতিমালা অনুসরণ না করে গড়ে ওঠা মানহীন বেসরকারি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, নার্সিং শিক্ষা শাখার স্মারক নং- ৫৯.০০.০০০০.১৪৩.২৭.০২.২০১৯(অংশ-১) ৯১, তারিখ ০২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ প্রজ্ঞাপন মূলে লক্ষ্য করা যায় যে,বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে এসএসসি (SSC) পাশের পর ৩/4 বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন পেশেন্ট কেয়ার টেকনোলজি সম্পন্নকারীদের শুধুমাত্র ছয় (০৬) মাসের ক্লিনিক্যাল প্রাকটিস সম্পন্ন করিয়ে, এইচএসসি (HSC) পাশের পর তিন (০৩) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্স সমতুল্য করার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এহেন কার্যক্রম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, অনুচ্ছেদ-২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, অনুচ্ছেদ-২৮(১)- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। অনুচ্ছেদ-২৮(২)- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। অনুচ্ছেদ-২৮(৩)- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তিও বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সংবিধানের মৌলিক অধিকার অবমাননা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের একটি অংশকে এইচএসসি (HSC) পাশের পর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে অধ্যয়নপূর্বক একাডেমিক সনদ সরবরাহ করছেন। অপরদিকে এসএসসি (SSC) পাশের পর কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ডিপ্লোমা ইন পেশেন্ট কেয়ার টেকনোলজি সম্পন্নকারীদের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বৈষম্যমূলকভাবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের সমমর্যাদা দিচ্ছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ের কোথাও এইচএসসি (HSC) পাশ করার পর তিন (০৩) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের সমতুল্য করার নির্দেশনা নেই। এছাড়াও নার্সিং কোর্সের সমতাকরণের এমন কোন আইন/ নীতিমালা/ প্রজ্ঞাপন/ পরিপত্র কোন কিছুই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার নাই যা অনুসরণ করে কোর্স সমতাকরণ করা সম্ভব। মূলত সমতাকরণ করার কাজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এবং একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনই নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে এ কাজ করে থাকেন।

৩১.০৫.২০২৩

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃ info@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

প্রিয় মহোদয়, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে নার্স বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা এবং সাধারণ নার্সদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসে ইহা একটি দূরভিসন্ধিমূলক কাজ। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এই ধরনের অযাচিত কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমরা বিশ্বাস করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই পক্ষপাতমূলক প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাতিল করে দেশের সরকারি-বেসরকারি নার্সদের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভ নিবারণ করে নার্সিং সমাজে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবেন।

নার্সিং পেশায় স্বতন্ত্র প্রফেশনাল বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস (সেবা ক্যাডার) চালুকরণঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং বর্তমানে প্রতি বছর সরকারি পর্যায়ে এই কোর্সের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা হলো বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় সর্বমোট নূন্যতম জিপিএ ৭.০০ থাকতে হবে। কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর কম গ্রহণযোগ্য নয় এবং উভয় পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে নূন্যতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে। এইচএসসি পাশের পর দুই বছর আবেদন করার সুযোগ থাকবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হবে। প্রদত্ত বৈশিষ্টসমূহ রাষ্ট্রের অন্যান্য স্পেশাল ক্যাডার কিংবা সাধারণ ক্যাডারের তুলনায় মানের দিক থেকে কোন অংশেই কম নয়। সরকার ২০০৮ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত এই ডিগ্রিধারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা খাতে কোন ধরনের পদ ও পদবী সৃষ্টি করা হয় নি। ইংরেজিতে প্রচলিত একটি কথা রয়েছে: " A good plan is half done " অর্থাৎ, সুন্দর একটি পরিকল্পনা করতে পারলে তা অর্জনের পথে অর্ধেক অগ্রগামী হয়ে যায়। আর এই কথাটি ক্যারিয়ার প্লানিং এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

হে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে, একটি জনবান্ধব ও সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যসেবা খাত বিনির্মানে নার্সিং পেশায় স্পেশাল ক্যাডার সার্ভিস চালু করা অত্যাবশ্যক। আমরা বিশ্বাস করি আপনার মতো নার্স বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাত ধরে নার্সিং পেশায় স্পেশাল বিসিএস তথা সেবা ক্যাডার বাস্তবায়িত হলে আজকের উন্নয়নশীল বাংলাদেশ থেকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে ইহা বহুগুণ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে পেশার মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসম্মত সেবা নিশ্চিত হবে। তাই নার্সিং পেশায় স্বতন্ত্র প্রফেশনাল বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস (সেবা ক্যাডার) বাস্তবায়ন করার জোড় দাবী জানাচ্ছি।

তাছাড়াও এই পেশায় বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) প্রায় এক হাজার শূণ্যপদ রয়েছে যা যথাযথ নিয়োগবিধি না থাকার ফলে উক্ত পদগুলোতে গ্র্যাজুয়েট নার্সদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় উক্ত সমস্যাটি সমাধানকল্পে আপনার সদয় হস্তক্ষেপ প্রত্যাশী।

নার্সদের মূল বেতনের ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদানঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন অনুবিভাগ), এস.আর.ও নং- ৩৬৯-আইন/২০১৫, চাকরি বেতন ভাতাদি আদেশ ২০১৫ এর ২৯ ধারা অনুসারে ফায়ার সার্ভিস, আনসার, ভিডিপি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান ও সেবিকাগণ (Nurses), যে সকল প্রচলিত ভাতা যদি থাকে (টাকার অংকে) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরণ করিয়াছেন সেই সকল ভাতা তাহারা একইরূপ শর্তে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন, ১ জুলাই ২০১৫ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে বর্ণিত প্রচলিত ভাতা (টাকার অংকে) বাবদ আহরিত বা প্রাপ্য অংকের উপর ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে ৩০% বর্ধিত হারে প্রদেয় হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নার্স ব্যাতীত ফায়ার সার্ভিস,

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃinfo@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

আনসার, ভিডিপি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, পুলিশ সদস্যরা সকলেই ৩০% বর্ধিত হারে ঝুঁকিভাতা পাচ্ছেন এবং শুধুমাত্র নার্সগণই এই ঝুঁকিভাতা পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, আমরা নার্সরা কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক অদৃশ্য শত্রু জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে আর্ত-পিড়ীত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকি। আমরা চিকিৎসা সেবা প্রদানের সময় বিভিন্ন ধরনের অদৃশ্য জীবাণুর (রক্তবাহিত, বায়ুবাহিত কিংবা নিডেলস্টিক ইনজুরি) মাধ্যমে সংক্রমিত হই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে-

- নার্সদের পেশাগত সংক্রমণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হল যক্ষা, হেপাটাইটিস বি এবং সি, এইচআইভি/এইডস এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ (করোনা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা)।
- অনিরাপদ রোগী পরিচালনায় হ্যান্ডলিং সরঞ্জামের সঠিক কৌশল ব্যবহার না করে রোগীদের উত্তোলন ও স্থানান্তর করা পেশীতে আঘাতের কারণ হতে পারে (যেমন, পিঠে আঘাত ও দীর্ঘস্থায়ী পিঠে ব্যথা)।
- বিপজ্জনক রাসায়নিকের এক্সপোজার। স্বাস্থ্যখাতে সবচেয়ে সাধারণ বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকারী এজেন্ট, পারদ, বিষাক্ত ওষুধ, কীটনাশক, ল্যাটেক্স এবং রাসায়নিক বিকারক প্রভৃতি দিয়ে নার্সদের আক্রান্ত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি।
- বিকিরণ এক্সপোজার আয়নাইজং (এক্স-রে, রেডিওনুক্লাইডস) এবং নন-আয়নাইজিং রেডিয়েশন (ইউভি, লেজার) এক্সপোজার স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসে ঘটতে পাওে এবং নার্সদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
- পেশাগত চাপ, বার্ণআউট এবং ক্লান্তি, সময়ের চাপ, কাজের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব, দীর্ঘ কর্মঘন্টা, শিফট্ পরিবর্তন, সমর্থনের অভাব এবং নৈতিক আঘাত স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে পেশাগত চাপ, অলসতা এবং ক্লান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির কারণ।
- সহিংসতা ও হয়রানি এগুলো হল শারীরিক, যৌন, মৌখিক এবং মানসিক নির্যাতন এবং কর্মক্ষেত্রে হয়রানিসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কর্ম-সম্পর্কিত অপব্যবহার, হুমকি বা হামলার ঘটনা।
- পেশাগত আঘাত, জীবাণুনাশক, পরিস্কারের পণ্য, চেতনানাশক গ্যাস, পারদ, বিপজ্জনক ওষুধ এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত কীটনাশক স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। ক্লিনিং এজেন্ট এবং জীবাণুনাশক নার্সদের নতুন শুরু হওয়া হাঁপানির ঝুঁকি ৬৭% বৃদ্ধির সাথে যুক্ত। ব্লিচ এবং গ্লুটারালডিহাইড নার্সদের হাঁপানির ঝুঁকি দ্বিগুণ করে।
- ৮৫ (dB) এর বেশি শব্দের এক্সপোজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী শ্রবণ শক্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে। অপরদিকে কম শব্দের মাত্রা বিরক্তি, ঘুমের অভাব এবং চাপ বাড়াতে পারে।
- সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (কাভারঅল, গাউন, হুড, গুগল, বুট, রেসপিরেটর প্রভৃতি) পরিহিত অবস্থায় দীর্ঘায়িত কাজ তাপজনিত চাপ তৈরি করতে পারে। প্রচন্ড ঠান্ডা বা গরম পরিস্থিতিতে বাইরে কাজ করা স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রে দূর্বল আলোর কারণে আঘাত, চোখের চাপ এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।
- হেপাটাইটিস সি, হেপাটাইটিস বি, এইচআইভি সংক্রমণ যথাক্রমে ৩৯%, ৩৭% এবং ৪.৪% নিডেলস্টিকের আঘাতের অবদান। বিশ্বব্যাপী নার্সদের মধ্যে তীব্র হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের প্রবণতা ৫.৩%।
- নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির প্রায় ৫৪% স্বাস্থ্যকর্মীদের সুপ্ত টিবি সংক্রমণ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃ info@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

উল্লেখ্য যে, সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সপ্তাহে ০৫ দিন কর্মস্থলে অফিস করেন, কিন্তু আমরা নার্সরা সপ্তাহে ০৬ দিন কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করে থাকি। সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যখন রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করেন, তখন আমরা নার্সরা রাত জেগে অসুস্থ, অসহায়, মুমূর্ষু রোগীদের সেবা দিয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, পরিবার, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দূরে থেকে রোগীর সেবায় ব্যস্ত রাত অতিবাহিত করতে হয় নার্সদের।

হে নার্স দরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি স্বভাবতই অনুধাবন করতে পারছেন যে, এক অনিবার্য বাস্তবতায় আপনার নার্সগণ প্রবল ঝুঁকি নিয়ে কর্মস্থলে সততা ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত বিধান অনুসারে নার্সদের মূল বেতনের ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদানের জন্য আপনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করছি।

ইন্টার্ণ নার্সদের ইন্টার্ণশিপ ভাতা ২০,০০০/= (বিশ হাজার) টাকায় উন্নিতকরণ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

করোনা অতিমারী ও বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেইন সংঘাতের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতীর কারনে আমাদের দেশেও ক্রমাগত নিত্যপণ্যসহ সকল কিছুর দাম বাড়ছে। ফলে জীবিকা নির্বাহের খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু গত কয়েক বছরেও বাড়েনি নার্সিং শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ণশীপ ভাতা। ফলে কষ্টেই কেটে যাচ্ছে আমৃত্যু মানব সেবার স্বপ্ন লালন করা কোমলমতী এই নবীনদের জীবন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করার পরও এ ধরনের নানা অনিশ্চয়তায় আর অর্থ কষ্টে অনেক শিক্ষানবিশরাই ছেড়ে দিচ্ছেন মহতী নার্সিং পেশা। ইতিপূর্বে একাধিকবার দাবী জানানো হলেও এই শিক্ষানবিশ নার্সদের ইন্টার্ণ ভাতা কবে বাড়বে, এ নিয়ে কোন আশার বাণী শোনাতে পারে নি অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে প্রতি মাসে মাত্র ০৬ (ছয়) হাজার টাকা করে ভাতা দেয়া হয় যা অত্যন্ত অপ্রতুল। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পাশকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য হাসপাতাল থেকে কোন ভাতা দেওয়া হয় না। বর্তমান বিবেচনায় ইন্টার্ণ নার্সদের ভাতা কমপক্ষে ২০ (বিশ) হাজার টাকায় উন্নিত করা উচিত বলে আমরা মনে করি। মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ইন্টার্ণ নার্সদের ভাতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। প্রদত্ত বিষয়ে আপনার সদয় সু-দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

'বেসরকারী পর্যায়ে নার্সিং ইনস্টিটিউট/ নার্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নার্সিং কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নার্সিং শাখা, নং-স্বাপকম/নাসা/বিএনসি/(অর্ডিন্যান্স)-২/২০০৮/৪২৭, তারিখ১২/০৭/২০০৯ ইং অনুসরণ না করিয়া নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদন, নবায়ন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট সমূহ অনুমোদন/ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি/ অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার পূর্বে পরিদর্শন দলের প্রত্যেক সদস্যকে নির্দিষ্ট অংকের টাকার খাম আলাদা আলাদা নিজ নিজ নামে দিতে হয় এবং পরিদর্শন দলের প্রত্যেক সদস্যকে স্থানীয় শাড়ি, গহনা ও উপঢৌকন দিতে হয়। ফলে নীতিমালা অনুসরণ না করিয়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নার্সিং শিক্ষা শাখা এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত মানহীন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অনুমোদন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষাবর্ষের নবায়ন করে যাচ্ছে। যদিও এই সকল কলেজগুলোর নিজ নিজ নাম অনুসারে নার্সিং শিক্ষক অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর, ডেমোনেস্ট্রেটর এবং নীতিমালার ৬.১ অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত (তাত্ত্বিক শিক্ষক ১:৪০ এবং ব্যবহারিক ১:০৮) অনুসরণ পূর্বক অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। নীতিমালার ৬.৩ অনুসারে প্রারম্ভে একাডেমিক ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) বর্গফুটের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সহ জায়গা/ভবন নিজস্ব না হলে ০৭ (সাত)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃinfo@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

বছরের মধ্যে নিজস্ব ভবন তৈরী করতে হবে। নিজস্ব জায়গার দলিল, হোল্ডিং/দাগ নং পরিমাণ ও স্কেসম্যাপ সংযুক্ত করে প্রজেক্ট প্রোফাইল সহ অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে হবে । নীতিমালার ৬.৩ অনুযায়ী আবশ্যিক ৭টি ল্যাবে প্রয়োজনীয় উপকরন/সরঞ্জামাদি দ্বারা সুসজ্জিত, ল্যাব কক্ষের পরিধি ও সরঞ্জামাদির বর্ননা সহ লাইব্রেরীতে নতুন সংস্করণের পর্যাপ্ত নার্সিং বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, ছাত্র/ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিরাপত্তাসহ হোস্টেলের ব্যবস্থা পূর্নাঙ্গ ঠিকানা ও পরিধি এবং ভাড়া হলে চুক্তিপত্রের কপি থাকা আবশ্যক। নীতিমালার ৬.৫ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত আসনের ৫ শতাংশ আসন দেশের দরিদ্র, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষিত রাখতে হবে। কমপক্ষে ১০০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল থাকতে হবে অথবা ১০০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সাথে আইনগত চুক্তিভিত্তিক পার্টনারশিপ থাকতে হবে। অথচ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ৮০% নিজস্ব হাসপাতাল নেই এবং কোন হাসপাতালের সাথে আইনগত চুক্তিভিত্তিক পার্টনারশিপ নাই। প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো (একাডেমিক ভবন, হোস্টেল), দক্ষ জনবল (শিক্ষক, অফিস স্টাফ), শিক্ষা উপকরণ, ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের হাসপাতালসহ নার্সিং শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম। নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল গঠন করা হয়। তবে অনিয়ম ও দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন এই প্রতিষ্ঠানটি কর্মকর্তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী পছন্দের ব্যক্তির নামে বেসরকারি নার্সিং কলেজের অনুমোদন দিয়ে আসছে। ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করছে এখানকার একটি সিন্ডিকেট । এই কাউন্সিলের অধীনে সারাদেশে ৩৭২টি বেসরকারি নার্সিং কলেজ পরিচালিত হচ্ছে । এর মধ্যে অবৈধভাবে শতাধিক নার্সিং কলেজের নিবন্ধন নিয়েছেন সাইক নার্সিং কলেজের চেয়ারম্যান আবু হাসনাত মো. ইয়াহিয়া এবং ডিডব্লিউএফ নার্সিং কলেজের চেয়ারম্যান মো. জহিরুল ইসলাম। শুধু এই দুই (০২) জনের নামেই নিবন্ধন রয়েছে উনষাট (৫৯) টি প্রতিষ্ঠানের । এর মধ্যে আবু হাসনাত মো. ইয়াহিয়ার ৪৪টি এবং জহিরের ১৫টি। ঢাকা শহরে যেখানে সরকারি পর্যায়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারনে মাস্টার্স ইন নার্সিং কোর্স শুরু করা যাচ্ছে না সেখানে জহিরুল ইসলাম বরিশাল ও পটুয়াখালীতে দুইটি নার্সিং কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে ম্যানেজ করে দুইটি প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স অব সায়েন্স ইন নার্সিং এর একাডেমিক সনদের ব্যবসা করছে। শুধু তাই নয় একই প্রতিষ্ঠানের জনবল ও অবকাঠামো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বারবার পরিদর্শন টিমের সামনে উপস্থাপন করে অনুমোদন নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, জনাব সারা দিবা, উপসচিব (নার্সিং শিক্ষা শাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, নার্সদের বিভিন্ন সমস্যা শুনতে ইচ্ছুক না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারি নার্সিং কলেজ কখনোই তিনি পরিদর্শন করেন না, তিনি শুধু বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন । কথিত রয়েছে সরকারি নার্সিং কলেজ পরিদর্শন করলে খাম পাওয়া যায় না, বেসরকারি নার্সিং পরিদর্শনের পূর্বে নির্দিষ্ট খাম পৌঁছে যায়। গত দুই বছরের সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং কলেজ পরিদর্শনের তালিকা পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। এমতাবস্থায় আপনার সদয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ না করে গড়ে ওঠা মানহীন বেসরকারি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন (বিএনএ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ০৫ দফা দাবী:

১) **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "ডিপ্লোমা ইন পেশেন্ট কেয়ার টেকনোলজিস্টদের" ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স এর সমমানের প্রজ্ঞাপন অনতিবিলম্বে বাতিল পূর্বক এইচএসসি (H.S.C) পাশের পর তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সকে স্নাতক ডিগ্রীতে রূপান্তর করতে হবে।**

২) **গ্র্যাজুয়েট নার্সদের জন্য নার্সিং পেশায় স্পেশাল ক্যাডার সার্ভিস (সেবা ক্যাডার) অনতিবিলম্বে চালু করা এবং প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদগুলোতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।**

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫, পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোনঃ +88 02223310532 ইমেইলঃinfo@bna.com.bd ওয়েবঃ bna.com.bd

৩) সরকারি চাকুরিতে কর্মরত নার্সদের মূল বেতনের ৩০% ঝুঁকি ভাতা অনতিবিলম্বে নিশ্চিত করা, অন্যান্য টেকনিক্যাল পেশাজীবীদের ন্যায় পূর্বে প্রদানকৃত চাকুরির শুরুতে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদানের সুবিধা বহাল রাখতে হবে।

৪) সরকারি নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট সমূহের সকল প্রকার সংযুক্তি, অতিরিক্ত দায়িত্ব, চলতি দায়িত্ব, নিজ বেতনের আদেশ বাতিল পূর্বক অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারি অধ্যাপক, প্রভাষক, ডেমোনেস্ট্রেটর, নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদ সমূহে অনতিবিলম্বে নিয়োগ দিতে হবে। ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ভাতা প্রদান সহ বিএসসি ইন নার্সিং শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ ভাতা ২০,০০০/- টাকায় উন্নীত করতে হবে।

৫) নীতিমালা অনুসরণ না করিয়া যে সকল বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সে সকল প্রতিষ্ঠান এর অনুমোদন অনতিবিলম্বে বাতিল করা এবং দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আবেদন এই যে, উল্লেখিত ০৫ দফা দাবি বাস্তবায়নে আপনার সদয় মর্জি কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে--

31.05.2023

(খাঁন মোঃ গোলাম মোরশেদ)

সভাপতি
বাংলাদেশ নার্সেস এসোসিয়েশন
বাড়ী নং- ১২৮/ক, নিচতলা, রোড নং- ০৫,
পি.সি কালচার হাউজিং সোসাইটি,
শ্যামলি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ 01955-688038
E-mail: president@bna.com.bd
Web: www.bna.com.bd

31.05.23

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হল (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ</u>

১. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২. মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩. মাননীয় সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪. মাননীয় সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৫. মাননীয় সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণবিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৬. মাননীয় সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৭. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা -১২০৭।
৮. অতিরিক্ত সচিব (চিশি/নার্সিং শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৯. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, ২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
১০. উপ-সচিব (নার্সিং), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
১১. উপ-সচিব (নার্সিং সেবা-১ শাখা) (অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব: নার্সিং সেবা-২ শাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।